WBCS MAINS 2022

BENGALI

BENGALI GRAMMAR

LIVE 07:00PM | 18 JULY 2022

BENGALI GRAMMAR

- **অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি।**

(১) সাধুভাষায় - ইয়া > চলিতে 'এ' হয়। যেমন - লিখিয়া > লিখে।
(২) সাধুভাষায় - ইতে > চলিতে 'তে' হয়। যেমন - লিখিতে > লিখতে।
(৩) সাধুভাষায় - ইলে > চলিতে 'লে' হয়। লিখিলে > লিখলে।
সাধুভাষায় ইয়া, ইতে, ইলে এবং চলিতে 'এ', 'তে', 'লে' বিভক্তি থাকলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়। যেমন— আসিয়া, পড়িয়া, শুনিয়া, বসিয়া, দেখিয়া, বসিতে, চলিতে, হাসিতে, বলিলে, আসিলে, খাইলে, শুনে, পড়ে, বসে, লিখে, আসতে, উঠতে, বসতে, খেতে, নিভতে, বললে, হাসলে, ভাবলে, দেখলে, শুনলে, খেলে, পড়লে ইত্যাদি।

- **অন্বয়গত ক্রিয়া :**

১। **অকর্মক ক্রিয়া :** যে সকল ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না সেই সকল ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন— ছেলেরা খেলছে। তারা খাচ্ছে। ছেলেটি হাসছে। মেয়েটি নাচছে।
বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে বাক্যের কর্ম পাওয়া যায়। উপরের বাক্যগুলিতে কোনো কর্ম নেই।

২। **সকর্মক ক্রিয়া :** যে সকল ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাদের সকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন— ছেলেরা ফুটবল খেলছে। তারা ভাত খাচ্ছে। সকর্মক ক্রিয়া দু'রকমের হয়—
(ক) এককর্মক ক্রিয়া : যে সকল ক্রিয়ার একটি মাত্র কর্ম থাকে তাদের এককর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন— রাম ভাত খায়। রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন।
(খ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে সমস্ত সকর্মক ক্রিয়ার একটি প্রাণীবাচক এবং একটি বস্তুবাচক কর্ম থাকে তাদের দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—— শিক্ষক মহাশয় আমাদিগকে ইংরেজি পড়ান। এখানে 'পড়ান' ক্রিয়ার দুটি কর্ম 'আমাদিগকে' ও 'ইংরেজি'।

- **অন্যান্য ক্রিয়া :**

১। **পঙ্গুক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মূল ধাতুর সকল কালের (Tense) এবং সকল ভাবের (Mood) রূপ পাওয়া যায় না তাদের পঙ্গুক্রিয়া বলে। যেমন— বট, নহ, আছ ইত্যাদি।

- **অন্যান্য ক্রিয়া :**

১। **পঙ্গুক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মুল ধাতুর সকল কালের (Tense) এবং সকল ভাবের (Mood) রূপ পাওয়া যায় না তাদের পঙ্গুক্রিয়া বলে। যেমন— বট, নহ, আছ ইত্যাদি।

বাক্যে : একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি?

২। **সাহায্যকারী ক্রিয়া :** যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম অংশটির অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশের অর্থকে সম্পূর্ণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই যৌগিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশটিকে সাহায্যকারী ক্রিয়া বলে।

যেমন— সরিয়ে দাও। বলিতে চাই। ঝরিয়া পড়িল। বসিয়া আছে।

বাক্যে : পাতাটির নীচে বসিয়া আছে।

- **বাক্যে গঠনগত ক্রিয়ার প্রয়োগ :**

১। 'কেমন আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে?' — মৌলিক ক্রিয়া

২। 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' — প্রযোজক ক্রিয়া

৩। 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু' — নামধাতুজ ক্রিয়া

৪। 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' — ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া

৫। 'আমার আলয় হইতে দূর হ' — সংযোগমূলক ক্রিয়া

৬।	'বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে'	যৌগিক ক্রিয়া
৭।	'সকাল হতে পড়েছি যে মেলা'	মৌলিক ক্রিয়া
৮।	'ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে'	প্রযোজক ক্রিয়া
৯।	'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'	প্রযোজক ক্রিয়া
১০।	'হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর'	নামধাতুজ ক্রিয়া
১১।	'শনশনিয়ে বাতাস বইছে'	ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া
১২।	'যেখানে খুশি বিদায় হ'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
১৩।	'সে কিছু বলতে চায়'	যৌগিক ক্রিয়া
১৪।	'নদীতে ফুটিল কোকোনদ'	মৌলিক ক্রিয়া
১৫।	'বাহিরিয়া দ্বার খুলি'	নামধাতুজ ক্রিয়া
১৬।	'চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে'	মৌলিক ক্রিয়া
১৭।	'আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার'	নামধাতুজ ক্রিয়া
১৮।	'সাহেবকে সেলাম করল'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
১৯।	'সে প্রতীক্ষা করছে'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
২০।	'শকুন্তলা হরিণ শিশুকে ঘাস খাওয়াইল'	প্রযোজক ক্রিয়া
২১।	'উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে'	মৌলিক ক্রিয়া
২২।	'সে সাধ সাধিতে?'	মৌলিক ক্রিয়া
২৩।	'বাজিকর পুতুল নাচায়'	প্রযোজক ক্রিয়া
২৪।	'উত্তরিলা কাতরে রাবণি'	নামধাতুজ ক্রিয়া
২৫।	'ডুব দে রে মন কালী বলে'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
২৬।	'কী বলিতে চাহ, সব ভুলে যাই'	যৌগিক ক্রিয়া
২৭।	'শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
২৮।	'দংশিল কেবল ফণী'	মৌলিক ক্রিয়া
২৯।	'সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছিল'	প্রযোজক ক্রিয়া
৩০।	'উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া'	নামধাতুজ ক্রিয়া
৩১।	'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'	মৌলিক ক্রিয়া
৩২।	'নমিল সাধুর চরণকমল'	মৌলিক ক্রিয়া
৩৩।	'বসন্ত এসে গেছে'	যৌগিক ক্রিয়া
৩৪।	'মা শিশুকে হাসান'	প্রযোজক ক্রিয়া
৩৫।	'তখনও আগুন জ্বলছিল'	মৌলিক ক্রিয়া
৩৬।	'নদী রাগে ফুঁসছে'	ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া
৩৭।	'গরমে খাবি খাচ্ছে'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
৩৮।	'কানন খোকনকে নাচাইতেছে'	প্রযোজক ক্রিয়া
৩৯।	'বর্ষার আকাশে বৃষ্টি হতে লাগল'	যৌগিক ক্রিয়া

৪০। 'ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান'	নামধাতুজ ক্রিয়া
৪১। 'আক্ষেপিয়া কহিলা রাবণ'	নামধাতুজ ক্রিয়া
৪২। 'ঝমঝমিযে বৃষ্টি এলো'	ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া
৪৩। 'গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাচ্ছিল'	ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া
৪৪। 'শীত গাছের পাতা ঝরাইয়া দেয়'	প্রযোজক ক্রিয়া
৪৫। 'কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ চমকায'	নামধাতুজ ক্রিয়া
৪৬। 'পড়াশুনায় মন দাও'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
৪৭। 'সে সভায় হেসে ফেলল'	যৌগিক ক্রিয়া
৪৮। 'জল দাও আমার শিকড়ে'	সংযোগমূলক ক্রিয়া
৪৯। 'পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে'	নামধাতুজ ক্রিয়া
৫০। 'রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে'	ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া
৫১। 'রঙে রঙে রাঙাল আকাশ'	নামধাতুজ ক্রিয়া

১৮ ক্রিয়ার কাল

❑ **পরীক্ষায় ক্রিয়ার কাল থেকে প্রশ্নের নমুনা :**

১. ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করুন— 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। (স্কুল সার্ভিস)

(a) সাধারণ বর্তমান (b) ঘটমান বর্তমান (c) পুরাঘটিত বর্তমান (d) পুরাঘটিত অতীত

উত্তর : (c)

২. বাংলায় ক্রিয়ার কাল কয় প্রকার? (গ্রুপ ডি)

(a) ২ (b) ৩ (c) ৪ (d) ৫

উত্তর : (b)

❑ **ক্রিয়ার কাল :** যে সময় ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় অথবা ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে।

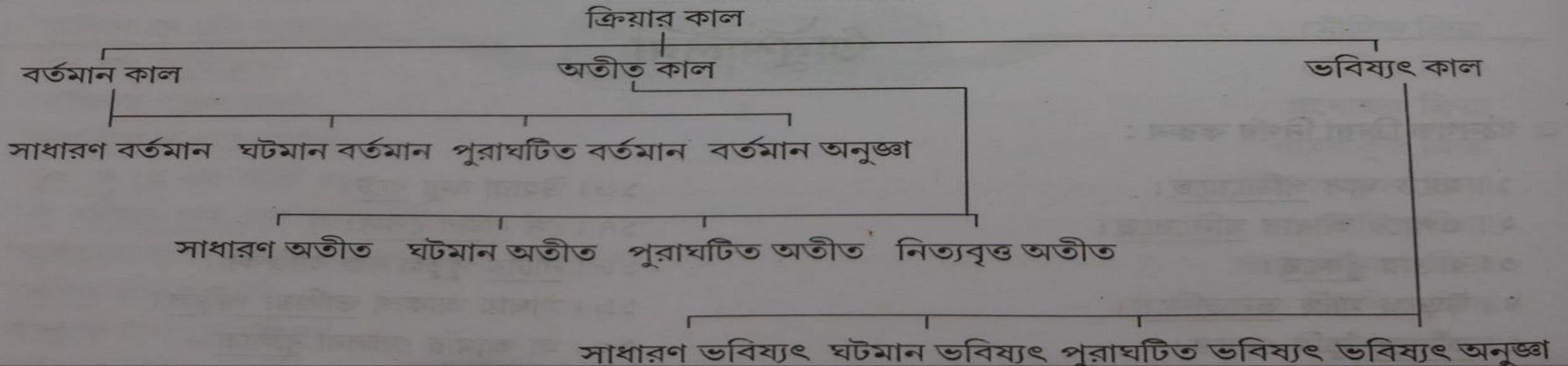

Mahendra's FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

- **বর্তমান কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ চিরকালই ঘটে বা এখনও ঘটছে সেই ক্রিয়ার কালকে বর্তমান কাল বলে। বর্তমান কাল চার প্রকারের হয়।

১। **সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ সাধারণত বা সর্বকালে ঘটে থাকে সেই ক্রিয়ার কালকে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল বলে। যেমন— বাগানে ফুল ফোটে। ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।

- **ঐতিহাসিক বর্তমান কাল :** ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় অনেক সময় অতীতের ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়। এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহারকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন—১৭৫৭-এ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধ হয়। (হয়েছিল অর্থে)

২। **ঘটমান বর্তমান কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ এখনও চলছে সেই ক্রিয়ার কালকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন— সবাই হাততালি দিচ্ছে। দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।

৩। **পুরাঘটিত বর্তমান কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তার ফল এখনও বর্তমান আছে সেই ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে।
যেমন— আজ বৃষ্টি হয়েছে। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

৪। **বর্তমান অনুজ্ঞা :** যে ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কালের আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা, অনুরোধ বোঝায় সেই ক্রিয়ার কালকে বর্তমান অনুজ্ঞা বলে।
যেমন— অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে। এসো যুগান্তর কবি।

- **অতীত কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ আগে শেষ হয়ে গেছে, সেই ক্রিয়ার কালকে অতীত কাল বলে। অতীত কাল চার রকমের হয়।

১। **সাধারণ বা নিত্য অতীত কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমান কালের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ সবেমাত্র শেষ হয়েছে সেই ক্রিয়ার কালকে সাধারণ বা নিত্য অতীত কাল বলে।
যেমন— রামের মৃত্যু হইল। নদীতে ফুটিল কোকনদ।

২। **ঘটমান অতীত কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ অতীত কালে কিছুক্ষণ ধরে চলছিল তখনও শেষ হয়নি সেই ক্রিয়ার কালকে ঘটমান অতীত কাল বলে।
যেমন— বৃষ্টি পড়ছিল। বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।

৩। **পুরাঘটিত অতীত কাল :** যে ক্রিয়ার কাজটি অতীত কালে শেষ হয়ে গেছে সেই ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে।
যেমন— আমরা আমেরিকা গিয়েছিলাম। তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম।

৪। **নিত্যবৃত্ত অতীত :** যে ক্রিয়ার কাজ অতীতকালে প্রায়ই সংঘটিত হত সেই ক্রিয়ার কালকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে।
যেমন— আমরা গান গাইতাম। নদী তীরে আসিয়া বসিতাম।

- **ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এইরূপ বোঝায় সেই ক্রিয়ার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যৎ কাল চার রকমের হয়।

১। **সাধারণ বা নিত্য ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি, তা পরে আরম্ভ হবে বোঝালে সেই ক্রিয়ার কালকে সাধারণ বা নিত্য ভবিষ্যৎ কাল বলে।
যেমন— ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলবে। এ জমি লইব কিনে।

২। **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে কিছু সময় ধরে চলতে থাকবে সেই ক্রিয়ার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে।
যেমন— ছেলেরা খেলতে থাকবে। সলতেটা নেভার পরও এই ডাক ঘুরতে থাকবে।

৩। **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল :** অতীতে হয়তো কোনো কিছু ঘটেছিল বা ঘটে থাকতে পারে এইরূপ সন্দেহ বোঝালে সেই ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে।
যেমন— তুমি বলে থাকবে কিন্তু আমার মনে নেই। তারা সারা রাত্রি জেগে থাকবে।

৪। **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা :** যে ক্রিয়ায় ভবিষ্যতের আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা, অনুরোধ বোঝায় সেই ক্রিয়ার কালকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে।
যেমন— কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু।

- **তথ্যসূত্র :**

১। চিরন্তন শাশ্বত ঘটনাগুলি সাধারণ বর্তমান কালে হয়।

২। পুরাঘটিত বর্তমান কালে সাধুভাষায় ক্রিয়াপদে— ইয়াছ, ইয়াছি, ইয়াছে বিভক্তি যুক্ত থাকে।
৩। অতীত কালে অনুজ্ঞা হয় না।
৪। সাধারণ অতীত কালে কাজটি সবেমাত্র শেষ হয়েছে এইরূপ বোঝায়।
৫। নিত্যবৃত্ত শব্দটির অর্থ—নিয়মিতভাবে অভ্যস্ত।
৬। নিত্যবৃত্ত অতীত কাজটি অতীতে প্রায় ঘটে এইরূপ বোঝায়।
৭। পুরাঘটিত অতীত কালকে সন্দিগ্ধ অতীত কাল বলে।

• **ক্রিয়ার কাল নির্ণয় :**

১। বলাই চমকে উঠল।	সাধারণ অতীত কাল
২। পর্বতের সানুদেশ অতিক্রম করছি।	ঘটমান বর্তমান কাল
৩। পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।	নিত্যবৃত্ত অতীত কাল
৪। একঘটি জল দে।	বর্তমান অনুজ্ঞা
৫। কাননে কুসুম কলি ফোটে।	সাধারণ বর্তমান কাল
৬। বিশ্ব প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম।	নিত্যবৃত্ত অতীত কাল
৭। নিজেকে মনে হয়েছিল দেবতা।	পুরাঘটিত অতীত কাল
৮। উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।	সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
৯। শ্যামার নরম গান শুনেছিল।	পুরাঘটিত অতীত কাল
১০। তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।	পুরাঘটিত বর্তমান কাল
১১। মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি।	সাধারণ বর্তমান কাল
১২। হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।	ঘটমান বর্তমান কাল
১৩। তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে যে ঘোর ব্যবধান।	ঘটমান বর্তমান কাল
১৪। দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।	পুরাঘটিত বর্তমান কাল
১৫। রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।	সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল

Mahendra's FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

১৬। আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে।	সাধারণ অতীত কাল
১৭। পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।	ঘটমান বর্তমান কাল
১৮। তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে।	পুরাঘটিত অতীত কাল
১৯। বিজয়রথের চাকা উড়ায়েছে ধূলি জাল।	পুরাঘটিত বর্তমান কাল
২০। আমি ঢালিব করুণাধারা।	সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
২১। আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।	ঘটমান বর্তমান কাল
২২। যেওনা রজনি আজি লয়ে তারা দলে।	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
২৩। পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।	বর্তমান অনুজ্ঞা
২৪। করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়।	পুরাঘটিত বর্তমান কাল
২৫। শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে।	ঘটমান অতীত কাল
২৬। ছাড়িলাম তার বাড়ি কোন্দলের ত্রাসে।	সাধারণ অতীত কাল
২৭। নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ নন।	পুরাঘটিত অতীত কাল
২৮। হালকা হাসি হাসছে কেবল—	ঘটমান বর্তমান কাল

২৯। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে। — সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
৩০। ডাকিতেছিল শ্যামল দুটি গাই। — ঘটমান অতীত কাল
৩১। চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে। — পুরাঘটিত অতীত কাল
৩২। কখন মরণ আসে কেবা জানে। — সাধারণ বর্তমান কাল
৩৩। হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরনি। — পুরাঘটিত অতীত কাল
৩৪। পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার। — পুরাঘটিত বর্তমান কাল
৩৫। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। — ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
৩৬। অনাবৃষ্টির আকাশ হতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। — ঘটমান বর্তমান কাল
৩৭। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। — নিত্যবৃত্ত অতীত কাল
৩৮। শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। — সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
৩৯। বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা। — পুরাঘটিত অতীত কাল
৪০। বেণিমাধব, বেণিমাধব, তোমার বাড়ি যাব। — সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
৪১। আমি সুভাষ বলছি। — ঘটমান বর্তমান কাল
৪২। আমাকে গ্রহণ করো, প্রিয় আমার স্বদেশ আমার। — বর্তমান অনুজ্ঞা
৪৩। তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ। — সাধারণ অতীত কাল
৪৪। ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। — পুরাঘটিত অতীত কাল
৪৫। শুধু কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি। — পুরাঘটিত বর্তমান কাল
৪৬। আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা। — সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
৪৭। তারা গান গাইতে থাকবে। — পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল
৪৮। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর। — সাধারণ অতীত কাল
৪৯। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে। — সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
৫০। এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমূলের ডালে। — ঘটমান বর্তমান কাল
৫১। আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। — পুরাঘটিত অতীত কাল

Thank you